রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারী ২, ১৯৮৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২০শে মাঘ, ১৩৯৫/২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯

নং এস, আর, ও ৪১-আইন/৮৯—Bangladesh Cha Sramik Kallyan Fund Ordinance, 1986 (LXII of 1986) এর section 15 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ ফাণ্ডের ম্যানেজমেন্ট বোর্ড, বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন সহকারে, নিম্নোক্ত প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা :

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।—এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল প্রবিধানমালা, ১৯৮৮ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(ক) "বোর্ড" অর্থ বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল পরিচালনা বোর্ড ;
(খ) "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান ;
(গ) "তহবিল" অর্থ বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল ;
(ঘ) "শ্রমিক" অথ বাংলাদেশের যে কোন চা বাগানে কর্মরত চা শ্রমিক ;

মূল্য : ৩০ পয়সা

৩। বোর্ডের সভা।—

(১) বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল বোর্ডের সভা প্রতি তিন মাসের মধ্যে কম-পক্ষে একবার অনুষ্ঠিত হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ডের বাজেট অনুমোদনের জন্য প্রতি বৎসর জুলাই মাসে বোর্ডের একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) বোর্ডের সদস্যদের অন্যূন ৩(তিন) সদস্যের উপস্থিতিতে বোর্ডের সভার কোরাম গঠিত হইবে, এবং কোরামের অভাবে যদি কোন সভার কার্যক্রম স্থগিত করা হয়, তাহা হইলে উক্ত সভা অনুষ্ঠানের ৭(সাত) দিনের মধ্যে স্থগিত সভা অনুষ্ঠিত হইবে;

(৩) বোর্ডের সকল সভার সিদ্ধান্ত বোর্ডের সচিব লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যানের নির্দেশ অনুসারে বোর্ডের অন্য কোন সদস্য উহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

৪। সচিবের কার্যাবলী।—চেয়ারম্যানের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, বোর্ডের সচিব নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করিবেন, যথা:—

(ক) বোর্ডের সভা অনুষ্ঠানের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারীকরণ;

(খ) বোর্ডের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;

(গ) বোর্ডের নথী পত্র সংরক্ষণ;

(ঘ) তহবিলের অর্থ ব্যয় নির্বাহ;

(ঙ) বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৫। তহবিলের টাকা।—চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরিত, বা চেয়ারম্যান ইহা ক্ষমতাপ্রাপ্ত বোর্ডের একজন সদস্য এবং বোর্ডের সচিবের যুগ্ম স্বাক্ষর যুক্ত, চেকের মাধ্যমে তহবিলে টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হইতে উঠানো যাইবে।

৬। তহবিল হইতে অনুদান।—

(১) নিম্নবর্ণিত শ্রমিক তাঁহার, বা উক্ত শ্রমিকের মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রী বা স্বামী সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের, সর্বশেষ বেতনের দুই মাসের সমপরিমাণ টাকা বা এক হাজার টাকার মধ্যে যে পরিমাণ টাকা কম সেই টাকা তহবিল হইতে পাইবেন, যথা:—

(ক) বোর্ড নির্ধারিত চিকিৎসক কর্তৃক শ্রম প্রসাদে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ঘোষিত এবং সে কারণে চাকুরীচ্যুত;

(খ) চাকুরী অবস্থায়, বা পেনশনসহ চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে মৃত্যু বরণকারী।

(২) মৃত, স্থায়ীভাবে অক্ষম বা আংশিকভাবে দুর্ঘটনাগ্রস্ত শ্রমিকের কন্যার বিবাহের ব্যয়ের জন্য বোর্ড তহবিল হইতে দুই হাজার টাকা পর্যন্ত অনুদান মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৩) চাকুরীরত, মৃত এবং স্থায়ীভাবে অক্ষম শ্রমিকের পুত্র বা কন্যার পড়াশুনার জন্য বোর্ড মাসিক একশত টাকা পর্যন্ত বৃত্তি মন্জুর করিতে পারিবে এবং বৃত্তিধারীর পড়াশুনার অগ্রগতি বিবেচনা করিয়া সংশ্লিষ্ট কোর্স সমাপন পর্যন্ত উক্ত বৃত্তি চালু রাখিতে পারিবে।

(৪) বোর্ড তহবিল হইতে যে কোন শ্রমিককে বা তাহার পরিবারের যে কোন সদস্যকে নিম্নোক্ত কারণ ও হারে বিশেষ অনুদান প্রদান করিতে পারে, যথা :—

(ক) রক্ত প্রদানসহ ডাক্তারী চিকিৎসা বাবদ	এককালীন অনধিক	১০০০.০০ টাকা
(খ) চিকিৎসকের পরামর্শে চশমা ক্রয় এবং শারীরিক সুস্থতার সহায়ক অনুরূপ সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ ..	,,	৫০০.০০ টাকা
(গ) দাফনের খরচ বা মৃত সৎকার বাবদ	,,	৫০০.০০ ,,
(ঘ) দুর্ঘটনার কারণে আঘাত প্রাপ্ত শ্রমিকের ত্রাণ বাবদ ..	,,	৫০০.০০ ,,
(ঙ) পাঠ্য পুস্তক ক্রয় বাবদ	বাৎসরিক	৫০০.০০ ,,
(চ) চরম আর্থিক দুরবস্থার কারণে	মাসিক	২০০.০০ ,,

ব্যাখ্যা: এই প্রবিধানে "পরিবার" বলিতে শ্রমিকের স্ত্রী, বেকার স্বামী, শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল পুত্র-কন্যা, পিতা-মাতা ও ভাই-বোনকে বুঝাইবে।

৭। অনুদানের আবেদন।—বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ফরমে প্রবিধান ৬ তে উল্লিখিত অনুদান মঞ্জুরের আবেদন করিতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুল মোহাইমীন

উপ-সচিব(রপ্তানী)।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজাল করিম, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।